سورة الرحمٰن

সূরা আর-রহমান

মদীনায় অবতীর্ণ, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤ اَلشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَّالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ
النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ ۝١٢ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤
وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝١٥ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٦
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝١٧ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٨
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝١٩ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝٢٠ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢١ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝٢٢ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۝٢٣ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝٢٤ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) করুণাময় আল্লাহ্ (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (৪) তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে (৬) এবং তৃণলতা

ও বৃক্ষাদি সিজদারত আছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। (১১) এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। (১২) আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে (১৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (১৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

সূরার যোগসূত্র এবং فَبِاَيِّ اٰلَاءِ বাক্যটি বারবার উল্লেখ করার তাৎপর্য ঃ পূর্ববর্তী সূরা ক্বামারের অধিকাংশ বিষয়বস্তু অবাধ্য জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ বাক্যটি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে সাথে ঈমান ও আনুগত্যে উৎসাহিত করার জন্য দ্বিতীয় বাক্য وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ-কে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের বর্ণনা সম্পর্কিত। তাই যখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে হুঁশিয়ার ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্য فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا বাক্যটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এই বাক্য একত্রিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটা অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী নয়। আল্লামা সুয়ূতী এ ধরনের পুনরুল্লেখের

নাম রেখেছেন তরদীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের গদ্য ও পদ্য রচনায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজনস্বীকৃত কবিদের কাব্যেও এর নযীর পাওয়া যায়। এসব নযীর উদ্ধৃত করার স্থান এটা নয়। তফসীর রাহুল-মা'আনীতে এ স্থলে কয়েকটি নযীর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

করুণাময় আল্লাহ্ (তাঁর অসংখ্য অবদান আছে। তন্মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক অবদান এই যে, তিনি) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এবং ইল্‌ম হাসিল করে আমল করার জন্য কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে বান্দারা চিরস্থায়ী সুখ ও আরাম হাসিল করে। আরেকটি শারীরিক অবদান এই যে, তিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (অতঃপর) তাকে শিখিয়েছেন বিবৃতি (এর উপকারিতা হাজারো। অন্যের মুখ থেকে কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া তন্মধ্যে একটি। আরেকটি বিশ্বজনীন দৈহিক অবদান এই যে, তাঁর আদেশে) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি। (আল্লাহ্‌র) অনুগত। সূর্য ও চন্দ্রের গতি দ্বারা দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম এবং মাস ও বছরের হিসাব জানা যায়। কাজেই তা অবদান। (আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য বৃক্ষাদির মধ্যে অসংখ্য উপকার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই বৃক্ষের আনুগত্যও এক অবদান। আরেক অবদান এই যে) তিনিই আকাশকে সমুন্নত করেছেন। (নভোমণ্ডলীয় উপকারিতা ছাড়াও এর একটা বড় উপকার এই যে, একে দেখে স্রষ্টার অপরিসীম মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ্ বলেনঃ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ আরেক অবদানএই যে, তিনিই (দুনিয়াতে) দাড়ি-পাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী না কর। (এটা যখন লেনদেনের হক পূর্ণ করার একটি যন্ত্র, যদ্দ্বারা হাজারো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট দূর হয় তখন তোমরা বিশেষভাবে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং এটাও এক কৃতজ্ঞতা যে) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (আরেক অবদান এই যে) তিনিই সৃষ্ট জীবের জন্য পৃথিবীকে (তার স্থানে) স্থাপন করেছেন। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আর আছে খোসা বিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধ ফুল অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অর্থাৎ অস্বীকার করা খুবই হঠকারিতা এবং জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার নামান্তর। আরেক অবদান এই যে) তিনিই মানুষকে (অর্থাৎ তাদের আদি পুরুষ আদমকে) সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জিনকে (অর্থাৎ তাদের আদি পুরুষকে) সৃষ্টি করেছেন খাঁটি অগ্নি থেকে (যাতে ধূম্র ছিল না। অতঃপর প্রজননের মাধ্যমে উভয় জাতি বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ সূর্য ও চন্দ্রের দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল। দিবা-রাত্রির শুরু ও শেষের উপকারিতা এর সাথে

সম্পৃক্ত। কাজেই এটাও একটা অবদান। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তিনি দুই দরিয়াকে (দৃশ্যত) মিলিত করেছেন, ফলে (বাহ্যত) সংযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়; কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক (প্রাকৃতিক) অন্তরাল, যা তারা (অর্থাৎ উভয় দরিয়া) অতিক্রম করতে পারে না। (লবণাক্ত পানি ও মিষ্ট পানির উপকারিতা অজানা নয়। দুই দরিয়া সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে প্রমাণগত অবদানও আছে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (দুই দরিয়া সম্পর্কিত এক অবদান এই যে) উভয় দরিয়া থেকে মোতি ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। (এগুলোর উপকারিতা ও অবদান হওয়া বর্ণনা সাপেক্ষ নয়)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন (ও মালিকানাধীন) সেই জাহাজসমূহ যেগুলো সমুদ্রে পর্বত সদৃশ ভাসমান (দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোর উপকারিতাও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আর-রহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। তাঁরা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ আমি 'লায়লাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার

فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا আয়াতটি তিলাওয়াত করতাম, তখনই তারা সমস্বরে বলে উঠত ঃ

ربنا لا نكذب بشئ من نعمك فلك الحمد অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তাৎপর্য এই যে, মক্কার কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলমানদের মুখে 'রহমান' নাম শুনে

তারা বলাবলি করত ঃ وَمَا الرَّحْمٰنُ রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই 'রহমান' শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুণা। নতুবা তাঁর দায়িত্বে কোন কাজ ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা রয়েছে। عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কোরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ্রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী عَلَّمَ ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে---এক. যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দুই. যাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্ট জীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎ কর্ম শিক্ষা দেওয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ---মানব সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাগ্রে। কোরআন শিক্ষা দেওয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অগ্রে এবং মানব সৃষ্টি পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য করেছি। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র শিক্ষা ব্যতীত ইবাদত হতে পারে না।

কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্রে স্থান লাভ করেছে।

মানব সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত ; যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে মানব ও জন্তু-জানোয়ার নির্বিশেষে প্রাণীমাত্রই অংশীদার। কিন্তু যেসব অবদান বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যত عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا আয়াতের তফসীরও।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ——আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। حُسْبَانٍ শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حسبان শব্দটিকে حساب-এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌর ও চান্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি।

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ বলা হয়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কার প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। কিন্তু মানবাবিষ্কৃত বস্তু ও আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে। মানবাবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে ভাঙ্গাগড়া এক অপরিহার্য বিষয়। মেশিন যতই মজবুত ও শক্ত হোক না কেন কিছু-দিন পর তা মেরামত করা, কমপক্ষে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা জরুরী হয়ে পড়ে।

মেরামত ও পরিচ্ছন্নকরণের সময়ে মেশিনটি অকেজো থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রবর্তিত এই বিশালকায় গ্রহগুলো কোন সময় মেরামতের মুখাপেক্ষী হয় না এবং এদের অব্যাহত গতিধারায় কোন পার্থক্যও হয় না।

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ —কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে نجم এবং কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকার লতাপাতা ও বৃক্ষ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা করে। সিজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতাপাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সেই কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে 'সিজদা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ — رفع ও وضع দুটি বিপরীত শব্দ رفع শব্দের অর্থ সমুন্নত করা এবং وضع শব্দের অর্থ নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীত্যই ফুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে সমুন্নতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে শান্তিও ন্যায় এবং ইনসাফের মাধ্যমেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই অনর্থ হবে।

হযরত কাতাদাহ্, মুজাহিদ, সুদ্দী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায়বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোন কোন তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক লেনদেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এখানে মীযানের

অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যদ্দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পাল্লা-বিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযন্ত্র হোক।

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ—এই আয়াতে দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ —অর্থাৎ ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর।

قسط-এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

أَقِيمُوا الْوَزْنَ—وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ওজনে কম দেওয়া হারাম।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে انام বলা হয়।—(কামুস)

বায়যাভী বলেনঃ যার আত্মা আছে, সেই —আয়াতে انام বলে বাহ্যত মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا বলে তাদেরকে বারবার সম্বোধনও করা হয়েছে।

فِيهَا فَاكِهَةٌ—فَاكِهَةٌ এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবত মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়।

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ—اكمام শব্দটি كم-এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, যা খর্জুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ—حب-এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভেতরে আল্লাহ্‌র কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার

কারণে শস্যের দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকা-মাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন। এত কিছুর পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবত আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

وَالرَّيْحَانُ---এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে যায়েদ (র) আয়াতের এই অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় خرجت اطلب ريحان الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র রিযিক অন্বেষণে বের হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতে ريحان এর এ তফসীরই করেছেন।

فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আলা শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান। আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ---এখানে انسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। صلصال-এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار-এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ---جان-এর অর্থ জিন জাতি। مارج-এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ----শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। শীতকালে مشرق অর্থাৎ উদয়াচল এবং مغرب অর্থাৎ অস্তাচল

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয়। আয়াতে সম্বৎসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে مشرقين ও مغربين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ — مرج এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেওয়া بحرين বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে ঃ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ —অর্থাৎ উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ্র কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ — لؤلؤ শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা হয়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, মোতি ও মণিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়—মিঠা সমুদ্র নয়। আয়াতে উভয় প্রকার সমুদ্র থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির সমুদ্র প্রবহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ — جوارى শব্দটি جارية-এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা, জাহাজ। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। منشأت শব্দটি نشأ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বোঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উঁচু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল ও পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْ

كَرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾
سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ
فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾

(২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোন-না-কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৭) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাভ, লাল চামড়ার ন্যায়। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতএব তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। (৪২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত যেসব অবদানের কথা তোমরা শুনলে, তোমাদের উচিত তওহীদ ও ইবাদতের মাধ্যমে এগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং কুফর ও গোনাহের মাধ্যমে অকৃ-তজ্ঞতা না করা। কেননা, এ জগত ধ্বংস হওয়ার পর আরেকটি জগৎ আসবে। সেখানে ঈমান ও কুফরের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে তাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই (অর্থাৎ জিন ও মানব) ধ্বংস হয়ে যাবে এবং (একমাত্র) আপনার পালনকর্তার মহিমময় ও মহানুভব সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। (উদ্দেশ্য জিন ও মানবকে হুঁশিয়ার করা। তারা ভূপৃষ্ঠে বসবাস করে। তাই বিশেষভাবে ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ধ্বংস হবে বলা হয়েছে। এতে জরুরী হয় না যে, অন্য কোন বস্তু ধ্বংস হবে না। এখানে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহিমময় ও মহানুভব। প্রথমটি সত্তাগত ও দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক। এর সারমর্ম এই যে, অনেক মহি-মান্বিত ব্যক্তি অপরের অবস্থার প্রতি দৃক্পাত করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মহামহিম হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া ও এরপর প্রতিদান ও শাস্তিদানের সংবাদ দেওয়া মানুষকে ঈমানরূপ ধন দান করার নামান্তর। তাই এটা একটা বড় অবদান। সেমতে বলা হয়েছে ঃ) অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (তিনি এমন মহিমময় যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁরই কাছে (নিজ নিজ প্রয়োজন) প্রার্থনা করে। (ভূমণ্ডলে বসবাসকারীদের প্রয়োজন বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। নভোমণ্ডলে বসবাসকারীরা পানাহার না করলেও দয়া ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার মহানুভবতা প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তিনি সর্বদাই, কোন-না-কোন কাজে রত থাকেন। (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কাজ করা তাঁর সত্তার জন্য অপরিহার্য। বরং অর্থ এই যে, বিশ্বচরাচরে যত কাজ হচ্ছে, সবই তাঁরই কাজ। তাঁর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অনুগ্রহ

ও কৃপা করাও একটি মহান অবদান)। অতএব হে মানব ও জিন! তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর আবার পৃথিবী ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তোমরা মনে করো না যে, ধ্বংসের পর শাস্তি ও প্রতিদান হবে না; বরং আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করব এবং শাস্তি ও প্রতিদান দেব। বলা হচ্ছেঃ) হে মানব ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব-নিকাশের) জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (অর্থাৎ হিসাব কিতাব নেব। রূপক ও আতিশয্যের অর্থে একেই কর্মমুক্ত হওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আতিশয্য এভাবে বোঝা যায় যে, মানুষ সব কাজ থেকে মুক্ত হয়ে কোন কাজে হাত দিলে একে পূর্ণ মনোনিবেশ বলে গণ্য করা হয়। মানুষের বুঝবার জন্য একথা বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার শান এই যে, তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাঁধা হয়ে যায় না। তিনি যে কাজে মনোবিবেশ করেন পূর্ণরূপেই মনোনিবেশ করেন। আল্লাহ্র কাজে অসম্পূর্ণ মনোনিবেশের সম্ভাবনা নেই। এই হিসাব নিকাশের সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান। তাই বলা হচ্ছেঃ) হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (হিসাব-নিকাশের সময় কারও পলায়ন করারও সম্ভাবনা নেই। তাই ইরশাদ হচ্ছেঃ) হে জিন ও মানবকুল! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করে বাইরে চলে যাওয়া যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে (আমিও দেখি,) তোমরা চলে যাও, (কিন্তু) শক্তি ব্যতীত তোমরা চলে যেতে পারবে না। (শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই চলে যাওয়াও সম্ভবপর নয়। কিয়ামতেও তদ্রূপ হবে। বরং সেখানে অক্ষমতা আরও বেশী হবে। মোটকথা, পলায়ন করার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়টি বলে দেওয়াও হিদায়তের কারণ এবং একটি মহান অবদান।) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উপরে যেমন হিসাব-নিকাশের সময় তাদের অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অতঃপর আযাবের সময় তাদের অক্ষমতা উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ হে জিন ও মানব অপরাধীরা!) তোমাদের প্রতি (কিয়ামতের দিন) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ধূম্রকুঞ্জ ছাড়া হবে। অতঃপর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না। একথা বলাও হিদায়তের উপায় হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমা-দের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (যখন হিসাব-নিকাশ নেওয়া ও এতদসঙ্গে তোমাদের অক্ষমতার কথা জানা গেল, তখন কিয়ামতের দিন প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং) যখন (কিয়ামত আসবে এবং) আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাভ, লাল চামড়ার মত। (ক্রোধের সময় চেহারা রক্তিমাভ হয়ে যায়। ক্রোধের আলামত হিসাবেই সম্ভবত এই রং হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, অপরাধী ও অপরাধের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে, কিন্তু ফেরেশতারা অপরাধীদেরকে কিভাবে চিনবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে। (কারণ তাদের

চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। যেমন অন্য আয়াতে আছে تسود وجوه এবং نحشر المجرمين يومئذ زرقا অতঃপর তাদের কেশাগ্র ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অর্থাৎ আমল অনুযায়ী কারও কেশাগ্র এবং কারও পা ধরা হবে অথবা কখনও কেশাগ্র এবং কখনও পা ধরা হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এটাই সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলতো। তারা জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (অর্থাৎ কখনও অগ্নির আযাব এবং কখনও ফুটন্ত পানির আযাব হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

وَجْهُ رَبِّكَ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে وجه বলে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং শব্দের رَبِّكَ সম্বোধন সর্বনাম দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। এটা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে عبده এবং কোথাও رَبِّكَ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ وَجْهُ رَبِّكَ —এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী, যা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং মানুষের সেসব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহ্র জন্য করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না। --(মাযহারী, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ---অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ---অর্থাৎ সেই পালনকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষত দরিদ্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না; বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াতে এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ---বাক্যটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয়। তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ الظوا بيا ذا الجلال والاكرام ---অর্থাৎ তোমরা "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক)।---মাযহারী

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ---অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তার কাছেই প্রয়োজনাদি যাচ্ঞা করেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী। كُلَّ يَوْمٍ

শব্দটি يسئل বাক্যের ظرف—অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের এই যাচ্ঞা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্ট জীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব -অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই كُلَّ يَوْمٍ এর সাথে هُوَ فِيْ شَأْنٍ ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। তিনি কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাঞ্ছিত করেন কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত করে দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلٰنِ — ثقلان শব্দটি ثقل এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে ثقل বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ انی تارک فکیم الثقلین অর্থাৎ আমি দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্য সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে كتاب الله وعترتى বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে كتاب الله وسنتى বলে উল্লিখিত বিষয় দুটি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, عترتى বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বোঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কিরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর দুটি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধনের উপায় হবে---একটি আল্লাহ্র কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের কর্মপদ্ধতি। যে হাদীসে 'সুন্নত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার সারমর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে।

মোটকথা, এই হাদীসে ثقلين বলে দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثقلان

বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। سنفرغ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে فراغ বিপরীত শব্দ হচ্ছে شغل অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা فراغ শব্দ থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়---এক. পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং দুই. এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَنَفْرُغُ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বলা হয় ঃ আমি এই কাজের জন্য অবসর লাভ করেছি ; অর্থাৎ এখন এ কাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ তার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব আল্লাহ্র কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে ; অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও ইনসাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।---(রূহুল মা'আনী)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ -

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ثقلين শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে ; অর্থাৎ সকল জিন ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ثقلان এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্রে

উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমা-দের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্য অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

আয়াতে যদি মৃত্যু থেকে পলায়ন বোঝানো হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়াই এর দৃষ্টান্ত। এখানে ভূপৃষ্ঠ থকে আকাশ পর্যন্ত সীমা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। এসব সীমা ডিঙানোর উল্লেখও মানুষের ধারণা অনুযায়ী করা হয়েছে। নতুবা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ আকাশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে গেল, তবে তাও আল্লাহ্র কুদরতের সীমানার বাইরে হবে না। পক্ষান্তরে যদি আয়াতে একথা বোঝানো হয়ে থাকে যে, হাশরের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহি থেকে পলায়ন অসম্ভব, তবে এর কার্যত উপায় কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কিয়ামতের দিনে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সব ফেরেশতা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এসে যাবে এবং মানব ও ও জিনকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে নেবে। কিয়ামতের ভয়াবহ কাণ্ড দেখে মানব ও জিন বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করবে। অতঃপর চতুর্দিকে ফেরেশতাদের অবরোধ দেখে তারা স্বস্থানে ফিরে আসবে।---(রূহুল মা'আনী)

কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য যাত্রার কোন সম্পর্ক এই আয়াতের সাথে নেই ঃ বর্তমান যুগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার এবং রকেটে চড়ে মহাশূন্যে পেঁীছার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এসব পরীক্ষা আকাশের সীমানার বাইরে নয়; বরং আকাশের ছাদের অনেক নীচে হচ্ছে। এর সাথে আকাশের সীমানা অতিক্রম করার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা তো আকাশের সীমানার কাছেও পেঁীছতে পারে না ---বাইরে যাওয়া দূরের কথা। কোন কোন সরলপ্রাণ মানুষ মহা-শূন্য যাত্রার সম্ভাব্যতা ও বৈধতার পক্ষে এই আয়াতকেই পেশ করতে থাকে---এটা কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شُوَاظ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জকে نُحَاس বলা হয়। এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামে অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেওয়া হবে। কোথাও ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জ হবে। কোন কোন

তফসীরবিদ এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব! আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তাবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।---(ইবনে কাসীর)

فَلَا تَنْتَصِرَانِ---এটা انصار থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য জিন ও মানবের মধ্য থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ---অর্থাৎ সেদিন কোন মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ কেন করলে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তফসীর করেছেন। মুজাহিদ বলেনঃ অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না। কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা আলামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেনঃ এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

سِيمَا---يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ঐ চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ণ হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

نواصى শব্দটি ناصية এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۷﴾

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿۴۸﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۹﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ

تَجْرِيٰنِ ﴿۵۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۱﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ

فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿۵۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۳﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ

بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۵﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

جَآنٌّ ﴿۵۶﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۷﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۹﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿۶۰﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۱﴾ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿۶۲﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۳﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿۶۴﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۵﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿۶۶﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۷﴾ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿۶۸﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۹﴾ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿۷۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۱﴾

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ﴿۷۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۳﴾

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿۷۴﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۵﴾

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۞

(৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবণ। (৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়না রমণিগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণিগণ। (৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। (৬৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার। (৬৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণিগণ। (৭১) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। (৭৩) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে وَلِمَنْ خَافَ থেকে দুটি উদ্যানের এবং وَمِنْ دُونِهِمَا থেকে দুটি উদ্যানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয় বিশেষ নৈকট্য-শীলদের জন্য এবং শেষোক্ত উদ্যানদ্বয় সাধারণ মু'মিনদের জন্য। এর প্রমাণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে শুধু তফসীর লেখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। এখান থেকে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে। জান্নাতীগণ দুই ভাগে বিভক্ত-বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী। অতএব) যে, ব্যক্তি (বিশেষ শ্রেণীর এবং) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার (সর্বদা) ভয় রাখে। (এবং ভয় রেখে কুপ্রবৃত্তি ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, এটা বিশেষ শ্রেণীরই অবস্থা। কারণ সাধারণ শ্রেণী মাঝে মাঝে ভয় রাখে এবং মাঝে মাঝে পাপকর্মও করে ফেলে; যদিও তওবা করে নেয়। মোটকথা যে ব্যক্তি এরূপ আল্লাহ্‌ভীরু) তার জন্য (জান্নাতে) দুটি উদ্যান রয়েছে। (অর্থাৎ প্রতিজনের জন্য দুটি উদ্যান। এই একাধিক উদ্যান থাকার রহস্য সম্ভবত তাদের সম্মান ও বিশেষ মর্মাদা প্রকাশ করা; যেমন দুনিয়াতে ধনীদের কাছে অধিকাংশ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ একাধিক হয়ে থাকে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট হবে। (এতে ছায়ার ঘনত্ব ও ফল-ফুলের প্রাচুর্যের দিকে ইঙ্গিত আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফলের দুই প্রকার হবে। (এতে অধিক স্বাদ গ্রহণের সুযোগ আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (নিয়ম এই যে, উপরের কাপড় আস্তরের তুলনায় উৎকৃষ্ট হয়। আস্তরই যখন রেশমের, তখন উপরের কাপড় কেমন হবে অনুমান করা যায়)। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। (ফলে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, শায়িত সর্বাবস্থায় অনায়াসে ফল হাতে আসবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তথায় (অর্থাৎ উদ্যানের প্রাসাদসমূহে) আনতনয়না রমণিগণ (অর্থাৎ হুরগণ) থাকবে, যাদেরকে তাদের (অর্থাৎ এই জান্নাতীদের) পূর্বে কোন জিন ও মানব ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অব্যবহৃতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (তাদের রূপলাবণ্য এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে) যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য বলা হচ্ছে ঃ) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (তারা চূড়ান্ত আনুগত্য করেছে, তাই পুরস্কারও চূড়ান্ত পেয়েছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (এ হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর জান্নাতীদের উদ্যানের অবস্থা। এখন সাধারণ মু'মিনদের উদ্যান বর্ণিত হচ্ছে ঃ) এই দুটি উদ্যান ছাড়া নিম্নস্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (প্রত্যেক সাধারণ মু'মিন দু দুটি করে পাবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যান ঘন সবুজ হবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে উত্তাল দুই প্রস্রবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উত্তাল হওয়া প্রস্রবণের স্বভাব। উপরের প্রস্রবণেরও একই অবস্থা। সেখানে অতিরিক্ত تَجْرِيَانِ বহমানও বলা হয়েছে। সুতরাং এটা ইঙ্গিত যে, এই প্রস্রবণ বহমান হওয়ার ব্যাপারে প্রথমোক্ত প্রস্রবণদ্বয়ের চাইতে কম এবং এই উদ্যানদ্বয় সেই উদ্যানদ্বয়ের চাইতে নিম্নস্তরের)। উভয় উদ্যানে আছে ফল-মূল খর্জুর ও আনার। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? সেখানে (অর্থাৎ সেখানকার প্রাসাদসমূহে) থাকবে সুশীলা, সুন্দরী রমণিগণ। (অর্থাৎ হুরগণ) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে সংরক্ষিতা লাবণ্যময়ী রমণিগণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এই জান্নাতীদের পূর্বে কোন জিন ও মানব তাদেরকে ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ অব্যবহৃতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (সেখানে রমণিগণকে প্রবাল ও পদ্মরাগের সাথে তুলনা করা এবং এখানে শুধু حِسَانٌ সুন্দরী বলা এ থেকেও বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয় শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের বিছানা প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। কেননা, সেখানে রেশমের ও আস্তরবিশিষ্ট হওয়ার কথা আছে, এখানে নেই। অতঃপর পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণিত হয়েছে। এতে সূরা

আর-রহমানে বিশদভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহের সমর্থন ও তাকীদ আছে)। কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব। (নাম বলে গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা সত্তা থেকে ভিন্ন নয়। কাজেই এই বাক্যের সারমর্ম হচ্ছে সত্তা ও গুণাবলী দ্বারা প্রশংসা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্য, একথা وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মু'মিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা দুররে মনসূরের বরাত দিয়ে বয়ানুল কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ এবং وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لاصحاب اليمين

অর্থাৎ স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের জন্য। এছাড়া 'দুররে মনসূরে' হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে

বর্ণিত আছে : العينان التى تجريان خير من النضاختان অর্থাৎ প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تجريان তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نضاختان তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ----অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مقام رب বলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হিসাবের জন্য উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়া-কর্মের হিসাব দিতে হবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপ-কর্মের কাছে যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ مقام رب এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ্ তা'আলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ----এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ উদ্যান-দ্বয় ঘন শাখাপল্লব বিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ----প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু فَاكِهَةٌ বলা হয়েছে। زَوْجَانِ--এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে---শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদ-যুক্ত।---(মাযহারী)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ----طمث শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত

হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে طامث বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طمث বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। দুই. দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন আশংকা নেই।

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ---নৈকট্যশীলদের উদ্যানদ্বয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর ইরশাদ হয়েছে যে, সৎ কর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে. এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎ কর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল, যা দেওয়া হয়েছে।

مُدْهَامَّتَانِ----ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادهمام বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু ذَوَاتَا اَفْنَانٍ ---বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল আছে।

فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ---خيرات---এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حسان---এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের রমণিগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে।

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ---رفرف--এর অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র।---(কামূস) এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ্ গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। عبقرى এর অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ----সূরা আর-রহমানে বেশীর ভাগ আল্লাহ্ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে।